বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
web: www.ecs.gov.bd
ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮, ৫৫০০৭৬১১

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৭৫৫

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ৩০ নভেম্বর ২০১৮

পরিপত্র-৮

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ, প্রার্থীর মৃত্যুবরণ, বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার পর পর প্রার্থী পদ চূড়ান্ত হবে। Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 2 এর clause (vi) এর বিধান অনুসারে উক্ত চূড়ান্ত প্রার্থীগণকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বলা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যেই নির্বাচন সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দকরত তার ভিত্তিতে মুদ্রণকৃত ব্যালট পেপার এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে। তবে ০৬টি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হবে।

২। **প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের পর কার্যক্রম:** প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরের দিন অর্থাৎ **১০ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং আইন ও বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফরম-৫ এ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম, ঠিকানা এবং প্রতীকের নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

৩। **নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কোন নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয় তা হলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিম্নরূপভাবে প্রতীক বরাদ্দ করার বিধান রয়েছেঃ

(ক) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করা;

(খ) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বিধি অনুসারে নির্ধারিত কোন প্রতীক বরাদ্দ করা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের সময় যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৪। **রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক:** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রের সাথেই কোন দলের কোন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে। একটি রাজনৈতিক দল হতে একাধিক মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। তদনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট দলের সংরক্ষিত প্রতীক উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীকে বরাদ্দ করবেন। তবে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে প্রার্থী কোন্ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন সে সম্পর্কে দলিলাদি দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা পরিশিষ্ট-ক এ দেয়া হলো।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

৫। **নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) অনুযায়ী সময়সূচির প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট পেশকৃত কোন দরখাস্ত মোতাবেক দুই বা ততোধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক উক্ত দলগুলোর জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের মধ্য হতে কোন একটি প্রতীক বরাদ্দ করতে পারবেন। রাজনৈতিক দলের সংরক্ষিত প্রতীক হতে প্রতীক বরাদ্দ ও প্রাসঙ্গিক অনুরুপ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা-১ অনুবিভাগাধীন নির্বাচন সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা হতে এ বিষয়ে দলিলাদি ও প্রমাণাদিসহ সুনিদিষ্ট নির্দেশিনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব/ উপসচিব অথবা শাখার সহকারী সচিব-এর সাথে যোগাযোগ করে দলিলাদি/প্রমানাদি সংগ্রহ অথবা কার্যক্রম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

৬। **স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক:** রাজনৈতিক দলসমূহের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধিতে উল্লিখিত যে সমস্ত প্রতীক উদ্বৃত্ত থাকবে সে সমস্ত প্রতীক হতে, যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইচ্ছাকে বিবেচনায় রেখে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে। একই প্রতীক বরাদ্দের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানালে তাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতীক পছন্দের আহবান জানাতে পারেন। যদি তাঁরা সমঝোতায় পৌছাতে ব্যর্থ হন তাহলে লটারি মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতঃপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে থাকলে তিনি তার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যদি না তা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতোমধ্যে অন্য কাউকে বরাদ্দ করা হয়।

৭। **প্রার্থীকে প্রতীকের নমুনা প্রদান:** প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করবেন। কারণ তা তার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হবে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রতীকসমূহের নমুনা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, বিধিতে উল্লিখিত প্রতীকের নমুনা সম্বলিত পোস্টার ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

৮। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকায় প্রতীক সন্নিবেশন:** নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৫) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন বিধিমালায় বর্ণিত "ফরম-৫" এ নির্ধারিত তালিকার ২নং কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম **বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করবেন** এবং প্রত্যেকের নামের বিপরীতে ৩নং কলামে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম বা স্বতন্ত্র উল্লেখপূর্বক ৪নং কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম, ৫নং কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা এবং ৬নং কলামে বরাদ্দকৃত প্রতীক উল্লেখ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার নির্দিষ্ট স্থানে ভোটগ্রহণের **দিন ও সময়** উল্লেখ করতে হবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে "**সকাল ০৮-০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ০৪-০০ ঘটিকা**" পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণের কাজ চলবে।

৯। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা সত্বর নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার ভিত্তিতে বিধি ১০ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ব্যালট পেপার মুদ্রণ করতে হবে এবং ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনি এলাকার জন্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ অনুসারে কমিশন কর্তৃক গঠিত কাস্টমাইজেশন টিম একই বিধিমালার বিধি (৫) অনুসারে ব্যালট ইউনিটে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম, প্রতীক ও ক্রম প্রদর্শনের উপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রণয়নের পর তার এক কপি রিটার্নিং অফিসারের অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণীয় স্থানে টাংগিয়ে দিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে এক কপি প্রদান করবেন। এতদভিন্ন প্রতীক বরাদ্দের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকার **দুই কপি** প্রস্তুত করে বিশেষ বার্তাবাহক মারফত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পৌছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। আরও উল্লেখ্য যে, **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রেরণে যাতে কোন বিলম্ব না হয় অবশ্যই তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।** কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রাপ্তির সংগে সংগে ব্যালট পেপার এবং পোস্টাল ব্যালট পেপার মুদ্রণ করে যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে। **ইভিএম**

ব্যবহারের জন্যে গঠিত কাস্টমাইজেশন টিমও যাতে যথাসময়ে তাঁদের কাজ সম্পন্ন করতে পারেন তার জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে অবিলম্বে প্রেরণ করা হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা নির্ভুল হতে হবে। কারণ তালিকায় ভুল তথ্য পরিবেশিত হলে মুদ্রিত ব্যালট পেপারে বা ইভিএমের/**ব্যালট ইউনিটে** তার প্রতিফলন ঘটবে, যার পরিণতি মারাত্মক হবে। অতএব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রণয়নের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। **ব্যালট পেপার মুদ্রণের সুবিধার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার উপরিভাগে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার প্রকৃত ভোটার সংখ্যা লিপিবদ্ধ করতে হবে।**

১০। **প্রার্থীর মৃত্যুবরণ:** প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি এমন কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর Article 91A ও 91E অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী যদি প্রার্থিতা বাতিল হয়, তবে অনুচ্ছেদ ১৭ এর দফা (১) অনুসারে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করতে হবে। অতঃপর গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। কমিশন উক্ত নির্বাচনি এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে উক্ত বিধানের শর্ত অনুসারে এরূপ বাতিলকৃত সময়সূচিতে যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না এবং জামানতের অর্থও জমা দিতে হবে না।

১১। **রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ মুলতবিকরণ:** নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে যদি মনোনয়নপত্র গ্রহণ, বাছাই অথবা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কিত কাজ নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন না করা যায়, তবে আদেশের অনুচ্ছেদ ১৮ অনুসারে উল্লিখিত কার্যক্রম বাতিল অথবা মুলতবি করতে পারবেন। পরবর্তীতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বাতিলকৃত অথবা মুলতবি কার্যক্রম পরিচালনা করবার জন্য গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্য একটি দিন ধার্য করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী কার্যক্রমের স্বার্থে কমিশনের অনুমোদনক্রমে দিনক্ষণ নির্ধারণ করতে হবে।

১২। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যদি কেবলমাত্র একজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী থাকেন অথবা অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কেবলমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৯-এর বিধান অনুসরণ করে উক্ত প্রার্থীকে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর কোন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়ের না করলে একমাত্র বৈধ প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা যাবে, অথবা আপিল দায়ের হলে কমিশন কর্তৃক আপিলে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যদি একমাত্র প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়, তবে ঘোষণার পর আদেশের অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
যুগ্মসচিব (নিঃপঃ-২)
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস) ৭৯১১৮৪৬ (বাসা)
০১৭১৫০০০৭৪৯ (মোবাইল)
E-mail: forhadakecs2015@gmail.com

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ... (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৪.১৮-৭৫৫

তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ৩০ নভেম্বর ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৩. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. বিভাগীয় কমিশনার, ... (রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ)
১২. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... রেঞ্জ (সকল)
১৩. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৬. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৭. যুগ্মসচিব (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
১৯. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২০. জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২১. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
২২. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৫. ..... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৬. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৭. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৮. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৯. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... –এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩১. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩২. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৩. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার ..... (সকল)
৩৪. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... (সকল)
৩৫. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

৩০/১১/১৮

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা

ক্রমিক	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম	সংরক্ষিত প্রতীক
১.	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি	ছাতা
২.	জাতীয় পার্টি-জেপি	বাইসাইকেল
৩.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা
৪.	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা
৫.	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কাস্তে
৬.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা
৭.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বি.এন.পি	ধানের শীষ
৮.	গণতন্ত্রী পার্টি	কবুতর
৯.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	কুঁড়েঘর
১০.	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
১১.	বিকল্প ধারা বাংলাদেশ	কুলা
১২.	জাতীয় পার্টি	লাঙ্গল
১৩.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	মশাল
১৪.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	তারা
১৫.	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল
১৬.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	মই
১৭.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	গরুর গাড়ী
১৮.	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	ফুলের মালা
১৯.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বটগাছ
২০.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	হারিকেন
২১.	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	আম
২২.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ
২৩.	গণ ফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২৪.	গণফ্রন্ট	মাছ
২৫.	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি)	বাঘ
২৬.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী
২৭.	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	কাঁঠাল
২৮.	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	চেয়ার
২৯.	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
৩০.	ইসলামী ঐক্যজোট	মিনার
৩১.	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	রিক্সা
৩২.	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	হাতপাখা
৩৩.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি
৩৪.	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা	হুক্কা
৩৫.	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৬.	খেলাফত মজলিস	দেওয়াল ঘড়ি
৩৭.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)
৩৮.	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	ছড়ি
৩৯.	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	টেলিভিশন

রৌশন আরা
২৭-১১-১৮
রৌশন আরা বেগম
সহকারী সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
ঢাকা।